যুগান্তর

তারিখ ১০ DEC 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাউশির সতর্কতা

যুগান্তর রিপোর্ট

সংকটের দুর্বল সময়ে সবল হয়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের বড় বড় প্রতিষ্ঠান লাগাম-ছাড়া হয়ে উঠেছে। এইসব প্রতিষ্ঠান সরকারি বিধি-বিধান তোয়াক্কা না করে নিজেদের মতো ভর্তি প্রক্রিয়া, ফরম পূরণ, বেতন আদায়সহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসএসসি ও দাখিল স্তরের ফরম পূরণের ক্ষেত্রে ভয়ংকরভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মাউশিতে আসা অভিভাবকদের অভিযোগ থেকে জানা গেছে, এবার রাজধানীর উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসির ফরম পূরণে নেয়া হয় ১০ হাজার ৮০০ টাকা। অথচ বোর্ড ফি অনুযায়ী এক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে দেড় হাজার টাকার বেশি আদায়ের কথা নয়। এসএসসির ফরম পূরণের ক্ষেত্রে একইভাবে অগ্রণী গার্লস স্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল, মতিঝিল মডেল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন চার হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোও পিছিয়ে নেই। ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে এসএসসি পরীক্ষা। সর্বোচ্চ মার্চ মাসের মধ্যে তা শেষ হবে। কিন্তু টিকাটুলির সরকারি কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় ৫ মাসের বেতন আদায় করেছে ছাত্রীদের কাছ থেকে। একই প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষকের জন্মদিন পালনের জন্য দশম শ্রেণীর ৩ শতাধিক ছাত্রীর কাছ থেকে ৮০০ টাকা করে আড়াই লক্ষাধিক টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারি ভর্তি নীতিমালা জারির আগেই এবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু করে। এমনকি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠান প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে লটারির আগে শিক্ষার্থীদের বাছাই পরীক্ষা নিয়েছে।

এরমধ্যে ভিকারুননিসা, মতিঝিল আইডিয়াল ও উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। বিয়াম ফাউন্ডেশন স্কুলের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ, সম্প্রতি প্রবেশপত্র ইস্যু করে লটারি করা হয়। কিন্তু বিষয়টি সব শিক্ষার্থীর অভিভাবককে জানানো হয়। আবার কেউ কেউ টেলিফোন পেলেও যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছতে দেরি করেন। এক্ষেত্রে ওইসব অভিভাবকের সন্তানরা লটারির অধীনে যেতে পারেনি। গত কয়েক বছর ধরে লটারির চেয়ে ১০-১২গুণ বেশি ভর্তি করে আসছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল। বিষয়টি মাউশির তদন্তেও প্রমাণিত হয়। সর্বশেষ অভিভাবকদের অভিযোগ, এবারও সেই একই পাঁয়তারা চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। গত বছরও ভিকারুননিসায় ঘোষিত আসনের বাইরে ৩৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকরা জানিয়েছেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরকার বর্তমানে বেকায়দায় রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী এদিকে নজর দিতে পারছেন না। আর এই সুযোগ নিচ্ছে স্কুলগুলো। তারা নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ভোগান্তিতে ফেলছে শিক্ষার্থীদের। জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে লটারির আগে বাছাই পরীক্ষার ব্যাপারে ভিকারুননিসাসহ কয়েকটি স্কুলের ব্যাপারে অভিযোগ পেয়েছেন তারা। বিষয়টি তদন্ত করতে মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক মোস্তফা কামালকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ভর্তি নিয়ে রোববার ঢাকার প্রধান প্রধান স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে।